সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
নাগরিকতন্ত্র		১. সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে "Republic" ও "People's Republic of Bangladesh" শব্দগুলো বহাল রাখা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		২. ভাষা নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে '-বাংলা'। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩. বর্তমান অনুচ্ছেদ ৬(২) নিম্নোক্তভাবে "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশি' বলে পরিচিত হবেন" হিসেবে প্রতিস্থাপন করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪. সংবিধান বিষয়ক অপরাধ ও সংবিধান সংশোধনের সীমাবদ্ধতা , অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্ত করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
সংবিধানের মূলনীতি		৫.১ সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র' অন্তর্ভুক্ত করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:**

বিষয়		**সারসংক্ষেপ**	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৫.২ কমিশন নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করছে "বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী, বহু-জাতি, বহু-ধর্মী, বহু-ভাষী ও বহু-সংস্কৃতির দেশ যেখানে সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে।"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
রাষ্ট্রের মূলনীতি		সংবিধানের মূলনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এবং এ সংশ্লিষ্ট সংবিধানের ৮, ৯, ১০ ও ১২ অনুচ্ছেদগুলি বাদ দেওয়া।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা		১. বিদ্যমান সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকারসমূহ সমন্বিত করে *'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা'* নামে একটি *'ভাগ' হিসেবে একীভূতকরণ*।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		২. সংবিধানের *'মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা'* ভাগে 'খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ইন্টারনেট প্রাপ্তি, তথ্যপ্রাপ্তি, ভোটাধিকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা, ভোক্তা-সুরক্ষা, শিশু, উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অধিকার' অন্তর্ভুক্ত করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩. বিদ্যমান অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহের সংস্কার যেমন বৈষম্য নিষিদ্ধকরণের সীমিত তালিকা বর্ধিতকরণ, জীবনের অধিকার রক্ষায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ও গুম থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, জামিনে মুক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্তি করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:**

বিষয়		**সারসংক্ষেপ**	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৪. প্রতিটি মৌলিক অধিকারের জন্য পৃথক সীমা আরোপের পরিবর্তে একটি সাধারণ সীমা নির্ধারণ এবং সীমা আরোপের ক্ষেত্রে ভারসাম্য (balancing) ও আনুপাতিকতা (proportionality) পরীক্ষার বিধান সংযোজন করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৫. যেসব অধিকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সম্পদ ও সময় প্রয়োজন, সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের (progressive realization) প্রতিশ্রুতি রেখে সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে কার্যকর করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
আইনসভা		১। একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, যার একটি নিম্নকক্ষ জাতীয় সংসদ (National Assembly) এবং একটি উচ্চকক্ষ ('Senate'-সিনেট) গঠন করা। উভয় কক্ষের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	নিম্নকক্ষ	১। সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৪০০ প্রতিনিধির সমন্বয়ে নিম্নকক্ষ গঠন করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		প্রস্তাবিত চারশত আসনের মধ্যে ৩০০টি আসন উন্মুক্ত থাকবে এবং ১০০টিতে কেবলমাত্র নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:**

বিষয়		**সারসংক্ষেপ**	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		২। রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের মোট আসনের ন্যূনতম ১০% আসনে তরুণ-তরুণীদের মধ্য থেকে প্রার্থী মনোনীত করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ২১ বছর করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪। ২ (দুই) জন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন, যাদের মধ্যে একজন বিরোধী দল থেকে মনোনীত করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৫। একজন সংসদ সদস্য একই সাথে নিম্নলিখিত যেকোনো একটির বেশি পদে অধিষ্ঠিত হবেন না: (ক) প্রধানমন্ত্রী, (খ) সংসদনেতা, এবং (গ) রাজনৈতিক দলের প্রধান। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৬। অর্থবিল ব্যতীত নিম্নকক্ষের সদস্যরা তাদের মনোনয়নকারী দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৭। আইনসভার স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি সবসময় বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	উচ্চকক্ষ	১। উচ্চকক্ষ মোট ১০৫ (একশো পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা; (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্যে ১০০ জন সদস্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবেন। বাকি ৫জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। কোনো রাজনৈতিক দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হতে হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের অন্তত ১% নিশ্চিত করা। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। উচ্চকক্ষের স্পিকার সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৪। উচ্চকক্ষের একজন ডেপুটি স্পিকার থাকবেন যিনি সরকার দলীয় ব্যতিত উচ্চকক্ষের জন্য সকল সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	সংবিধান সংশোধনী	১। সংবিধানের যেকোনো সংশোধনী উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদনের এবং গণভোটের বিধান করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	আন্তর্জাতিক চুক্তি	জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এমন কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন নেওয়া।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	অভিশংসন	রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ অভিশংসন প্রস্তাবটি পাস করার পর তা উচ্চকক্ষে যাবে, এবং সেখানে শুনানির মাধমে অভিশংসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
নির্বাহী বিভাগ		১। আইনসভার নিম্নকক্ষে যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন আছে তিনি সরকার গঠন করতে পারবেন। নাগরিকতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা দ্বারা প্রয়োগ করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:**

বিষয়		**সারসংক্ষেপ**	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		২। সুনির্দিষ্ট কিছু বিশেষ কার্যাবলী কিংবা সংবিধানে উল্লেখিত বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কাজ করবেন।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য একটি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল(এনসিসি) গঠন করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল	১। জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল "এনসিসি' রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এনসিসি-এ সদস্য হবেন: ১. রাষ্ট্রপতি; ২. প্রধানমন্ত্রী; ৩. বিরোধীদলীয় নেতা; ৪. নিম্নকক্ষের স্পিকার; ৫. উচ্চকক্ষের স্পিকার: ৬. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; ৭. বিরোধীদল মনোনীত নিম্নকক্ষের ডেপুটি স্পিকার; ৮. বিরোধী দল মনোনীত উচ্চকক্ষের ডেপুটি স্পিকার, ৯. প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উভয় কক্ষের সদস্যরা ব্যতীত, আইনসভার উভয় কক্ষের সকল সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তাদের মধ্য থেকে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য। উক্ত ভোট আইনসভার উচ্চ কক্ষের গঠনের অরিখ থেকে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। জোট সরকারের ক্ষেত্রে, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ব্যতীত জোটের অন্য দলের সদস্যরা উক্ত মনোনয়নে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। আইনসভা ভেঙ্গে গেলেও, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ না-নেওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান এনসিসি সদস্যরা কর্মরত থাকবেন। প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণের পর যাদের সমন্বয়ে এনসিসি গঠিত হবে: ১. রাষ্ট্রপতি, ২. প্রধান উপদেষ্টা, ৩. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি, ৪. প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের দুই জন সদস্য। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:**

বিষয়		**সারসংক্ষেপ**	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৩। এনসিসি নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণ করবে: ১. নির্বাচন কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ২. এটর্নি জেনারেল; ৩. সরকারী কর্ম কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৪. দুর্নীতি কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার, ৫. মানবাধিকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার ৬. স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রধানসহ অন্যান্য কমিশনার; ৭. প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রধান; ৮. আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদে নিয়োগ। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	রাষ্ট্রপতি	১। রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ চার বছর। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ দুই বারের বেশি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলীর (ইলেক্টোরাল কলেজ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নিম্নলিখিত ভোটারদের সমন্বয়ে নির্বাচক মন্ডলী (ইলেক্টোরাল কলেজ) গঠিত হবে ১. আইনসভার উভয় কক্ষের সদস্য প্রতি একটি করে ভোট; ২. প্রতিটি '*জেলা সমন্বয় কাউন্সিল*' সামষ্টিকভাবে একটি করে ভোট [উদাহরণঃ ৬৪ টি '*জেলা সমন্বয় কাউন্সিল*' মিলে ৬৪টি ভোট], ৩. প্রতিটি '*সিটি কর্পোরেশন সমন্বয় কাউন্সিল*' মিলে একটি করে ভোট। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। রাষ্ট্রদ্রোহ, গুরুতর অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। নিম্নকক্ষ থেকে অভিশংসন প্রক্রিয়া শুরু হবে।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	প্রধানমন্ত্রী	১। আইনসভার নিম্নকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হবেন। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:**

বিষয়		**সারসংক্ষেপ**	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		২। আইনসভার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি কখনো প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা আস্থা ভোটে হেরে যান কিংবা অন্য কোনও কারণে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতির নিকট এটা প্রতীয়মান হয় যে, নিম্নকক্ষের অন্য কোন সদস্য সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছেন, তবেই রাষ্ট্রপতি আইনসভার উভয় কক্ষ ভেঙে দেবেন।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ দুই বার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তিনি একাদিক্রমে অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হতে পারবেন না।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	অন্তর্বর্তী সরকার	১। আইনসভার মেয়াদ শেষ হবার পরে কিংবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার শপথ না নেয়া পর্যন্ত, একটি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব পালন করবে।.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান '*প্রধান উপদেষ্টা*' বলে অভিহিত হবেন। আইনসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে অথবা আইনসভা ভেঙ্গে গেলে, পরবর্তী অন্যূন ১৫ দিনের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হতে। প্রধান উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে কার্য পরিচালনা করবেন।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন হবে। যদি নির্বাচন আগে অনুষ্ঠিত হয় তবে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণমাত্র এই সরকারের মেয়াদের অবসান ঘটবে।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
	প্রধান উপদেষ্টা	৪.১ এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নুন্যতম ৭ (সাত) সদস্যের সিদ্ধান্তে এনসিসি-র সদস্য ব্যতীত নাগরিকদের মধ্য হতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪.২ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.১ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, সকল অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে একজন এনসিসি-র ৯ (নয়) সদস্যের মধ্যে নূন্যতম ৬ (ছয়) সদস্যের সিদ্ধান্তে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪.৩ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.২ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হলে, এনসিসি-র সকল সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতি '*প্রধান উপদেষ্টা* হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪.৪ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৩ অনুযায়ী এনসিসি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪.৫ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৪ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তা হলে তাঁর অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪.৬ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৫ অনুযায়ী যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:**

বিষয়		**সারসংক্ষেপ**	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৪.৭ উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদ ৪.৬ অনুযায়ী যদি উক্তরূপ আপিল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হন, তাহলে তাঁর অব্যহতিতে পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত আপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন। একইভাবে তাঁকেও না পাওয়া গেলে অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে অসম্মত হলে পর্যায়ক্রমে অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত অপিল বিভাগের বিচারক প্রধান উপদেষ্টা হবেন।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
বিচার বিভাগ	**সুপ্রিম কোর্ট**	১। দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের সমান এখতিয়ার সম্পন্ন হাইকোর্টের স্থায়ী আসন প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আসন রাজধানীতেই থাকবে।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (জুডিশিয়াল আপয়েনমেন্টস কমিশন, Judicial Appointments Commission (JAC)) গঠন করা হবে। সদস্য হবেন প্রধান বিচারপতি (পদাধিকারবলে কমিশনের প্রধান), আপিল বিভাগের পরবর্তী দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারক (পদাধিকারবলে সদস্য)। হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুজন বিচারপতি (পদাধিকারবলে সদস্য); এটর্নি জেনারেল এবং একজন নাগরিক (সংসদের উচ্চকক্ষ কর্তৃক মনোনীত)।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৩। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার জন্য উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি সততা ও সত্যনিষ্ঠার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪। আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ-জ্যেষ্ঠ বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রদানকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের একটি বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:**

বিষয়		**সারসংক্ষেপ**	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৫। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বহাল থাকবে। তদন্ত ও অনুসন্ধানের জন্য অভিযোগ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে প্রেরণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের পাশাপাশি জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (ন্যাশনাল কনস্টিটিউশন কাউন্সিল, এনসিসি) - এর থাকবে।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৬। বিচার বিভাগকে পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	অধস্তন আদালত	৭। 'অধ:স্তন আদালত' শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে 'স্থানীয় আদালত' ব্যবহার করা।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৭.১। স্থানীয় আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ পদায়ন, পদোন্নতি, ছুটি এবং শৃঙ্খলাসহ সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যাস্ত থাকবে। এই লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারিক সচিবালয় প্রতিকার সুপারিশ করছে। সংযুক্ত তহবিলের অর্থায়ান সুপ্রিম কোর্ট এবং স্থানীয় আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম, বাজেট প্রণয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর এই সচিবালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	স্থানীয় সরকার	১। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এল জি আই) আর্থিক বাবস্থাপনা এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকরী স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা (জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (এলজিআই)-এর সম্পূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে)।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। যে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এলজিআই-এর কাজে সরাসরি নিয়োজিত তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের অধীনস্থ হবে। এবং যে সকল সরকারি বিভাগ এলজিআই-এর এখতিয়ারভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত, তারা এলজিআই-এর জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশনায় কাজ করবে।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
		৩। এলজিআই স্থানীয়ভাবে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে। প্রাক্কলিত তহবিল এলজিআই-এর বাজেটের চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই বাজেট আইনসভার উচ্চ কক্ষের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৪। প্রতিটি জেলায়, পারস্পরিক কার্যক্রমের সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি "জেলা সমন্বয় কাউন্সিল" প্রতিষ্ঠা করা যা সেই জেলার মধ্যে সকল এলজিআই-এর জন্য একটি সমন্বয় এবং যৌথ কার্য সম্পাদনকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। এর সদস্য হবেন; ১। প্রতিটি উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও দুজন ভাইস চেয়ারম্যান; ২। প্রতিটি পৌরসভা থেকে নির্বাচিত মেয়র ও দুজন ডেপুটি মেয়র; ৩। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যান। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব সমন্বয় কাউন্সিল থাকবে।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৫। এলজিআই-এর সকল নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		৬। একটি স্থানীয় সরকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা , যা একজন প্রধান স্থানীয় সরকার কমিশনার এবং ৪ (চার) জন কমিশনার নিয়ে গঠিত হবে। (এই বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস	১। সংবিধানের অধীন একটি স্থায়ী এটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা। (এই বিষয়ের বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রস্তাবনাসমূহ

রাজনৈতিক দল: **দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও পদবী:**

বিষয়		সারসংক্ষেপ	মতামত (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)			সংস্কারের সময়কাল ও বাস্তবায়নের উপায় (টিক চিহ্ন, যে কোনও একটি)						মন্তব্য
			একমত	একমত নই	আংশিকভাবে একমত	নির্বাচনের আগে অধ্যাদেশের মাধ্যমে	নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে	নির্বাচনের সময় গণভোটের মাধ্যমে	গণপরিষদের মাধ্যমে	নির্বাচনের পরে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে	গণপরিষদ ও আইনসভা হিসাবে নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমে	
সাংবিধানিক কমিশনসমূহ		পাঁচটি সাংবিধানিক কমিশন নিয়ে সংবিধানের একটি ভাগ তৈরি করা, যেখানে প্রতিটি কমিশনের জন্য একটি করে পরিচ্ছেদ থাকবে (এই কমিশনগুলো হচ্ছে; (ক) মানবাধিকার কমিশন, (খ) নির্বাচন কমিশন, (গ) সরকারি কর্ম কমিশন, (ঘ) স্থানীয় সরকার কমিশন, (৪) দুর্নীতি দমন কমিশন) । সবগুলো কমিশনের গঠন, নিয়োগ, কার্যকাল এবং অপসারণ প্রক্রিয়া একই রকমের হবে। প্রত্যেকটির মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
বিবিধ		১। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০(২) বিলুপ্ত করা , এবং এ সংশ্লিষ্ট ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম তফসিল সংবিধানে না রাখা ।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
		২। কেবলমাত্র এনসিসি-র সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা পারবেন। জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকদের কোন অধিকার রদ বা স্থগিত করা যাবে না এবং আদালতে যাওয়ার অধিকার বন্ধ বা স্থগিত করা যাবে না। তাই অনুচ্ছেদ ১৪১(খ) ও অনুচ্ছেদ ১৪১(গ) বাতিল।	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	